হাবিব সংগীত সন্ধ্যা

জামিল হাসান সুজন

গত ২রা নভেম্বর বাংলা ভিশন এন্টারটেইনমেন্ট আয়োজিত সিডনীর এনমোর থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হলো বাংলার 'এ আর রহমান' নামে অভিহিত উদীয়মান তরুণ বর্তমান প্রজন্মের ক্রেজ হাবিব ওয়াহিদের সংগীত সন্ধ্যা।

অস্ট্রেলিয়ার থিয়েটার হল গুলোর মধ্যে সর্বোত্তম সাউন্ড সিস্টেম বলে এই এন্মোর থিয়েটারের খ্যাতি আছে। স্থানীয় শিল্পীদের অনুষ্ঠান হর হামেশা এখানে হলেও বাংলাদেশের শিল্পীদের জন্য এটাই প্রথম। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে এই থিয়েটারটি সত্যিকার অর্থেই অসাধারণ। সাউন্ড সিস্টেম চমৎকার এবং অভিভূত হওয়ার মত।

আমরা অনেকেই জানি যে, হাবিব লন্ডনে পড়াশুনা করতে গিয়েছিলেন অন্য একটি বিষয়ে । কিন্তু সেখানে গিয়ে সহসা বিষয় বদলে 'মিউজিক' নিয়ে অধ্যয়ন করেন। সেখানেই পরিচয় হয় কায়া ও হেলাল নামে দুজন বাঙ্গালী শিল্পীর সঙ্গে। পরবর্তিতে এই দুজন শিল্পীকে নিয়ে বাংলাদেশে অ্যালবাম বের করেন যা সুপার ডুপার হিট করে। গান গুলো ছিল ফোক নির্ভর এবং বাউল শাহ আবদুল করিম ও হাসন রাজার গানের নতুন আংগিকের উপস্থাপনা। বলাবাহুল্য গান গুলোর মিউজিক কম্পোজার ছিলেন হাবিব। এর পরে হাবিব স্বকণ্ঠে মডার্ণ গানের একটি আ্যলবাম বের করেন যা অতি অবশ্যই হিট।

রঙ্গমঞ্চে হাস্যজ্জোল হাবিব ওয়াহিদ, বিখ্যাত এনমোর থিয়েটার, সিডনী

তো সেই হাবিব এসেছেন আমাদের গান শোনাতে। এর আগেও প্রায় এক বছর আগে এসে পিতা ফেরদৌস ওয়াহিদের সঙ্গে সিডনীবাসীকে মাতিয়ে গিয়েছিলেন। তবে সেটা হয়েছিল হাস্টভিলের মামুলি একটি হলরুমে যার সাথে বর্তমান হলরুমের কোন তুলনায় চলেনা। আর তাছাড়া সেই অনুষ্ঠানে আয়োজকদের অব্যবস্থাপনার ফলে দর্শকরা তেমনভাবে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করতে পারেনি।

সে যাই হোক, এন্মোর হলের আনন্দময় স্মৃতি নিয়ে বাড়ি ফিরেছে সকল দর্শক এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায়। হাবিবের গানের সাথে ব্যকগ্রাউন্ডে আলো আঁধারীর মাঝে ধোঁয়ার আস্তরণের ভিতর লাল নীল নানাবিধ রং এর বিচ্ছুরণে যে মায়াবী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তাতে হাবিবের গান আরও বেশি মোহনীয় হয়ে উঠেছিল। সুরের মায়াজালে দর্শক শ্রোতারা যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল।

হাবিবের গান ছাড়াও বোনাস হিসাবে ফটোগ্রাফিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার এবং কয়েক জোড়া তরুণ তরুণী প্রদর্শিত ফ্যাশন শো সকল দর্শক দারুণ উপভোগ

করেছে। শেষাংশে এসে দেখা পাওয়া গেল হাবিব গর্বে গর্বিত পিতা ফেরদৌস ওয়াহিদের। তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে জানালেন, বাঙ্গালীদের দ্বারা প্রথম প্রদর্শিত কোন অনুষ্ঠান এই হলে হওয়াতে তাঁর খুব ভাল লাগছে এবং তিনি কয়েকজন অস্ট্রেলিয়াবাসীকে বলতে শুনেছেন যে বাংলাদেশের সঙ্গীত যে এত সুন্দর তা তারা জানতেন না। ফেরদৌস ওয়াহিদ আয়োজকদের মঞ্চে আহ্বান ক'রে তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং তাঁদের সম্মানে একটি দেশাত্ববোধক গানের কয়েক কলি উৎসর্গ করেন। এর পর দুটি গান গেয়ে দর্শক শ্রোতাদের আনন্দ দান করেন।

পরিশেষে একটি কথা বলতে চাই, হাবিব আসলে গায়ক হিসাবে আমাদের সামনে আবির্ভূত হলেও তিনি আসলে একজন দক্ষ মিউজিক কম্পোজার ও সুরকার। গান নিয়ে তিনি নানারকম গবেষণা করেন। ফোক গান বিশেষ করে আবদুল করিম এবং হাসন রাজার গান গুলিকে আধুনিক বাদ্য যন্ত্রের সাথে নতুন আংগিকে উপস্থাপন করেছেন । এটা অনেক বিদগ্ধ শ্রোতার কাছে পছন্দনীয় ব্যাপার না হলেও যুগের সাথে তাল মিলিয়ে সেই সব গানকে এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন এটাও তাঁর কম কৃতিত্ব নয়।

তবে একটি কথা না বললেই নয়, গীটার আর ড্রাম এর সাথে ছিল একটি দেশী বাদ্য যন্ত্র আর সেটা হল বাঁশী। যে যুবক এই অনুষ্ঠানে বাঁশী বাজাচ্ছিলেন সত্যি অতুলনীয়। দর্শক শ্রোতা বিমুগ্ধ হচ্ছিল তাঁর বাঁশী শুনে। উপস্থাপক ভদ্রলোক এবং উপস্থাপিকা মৌসুমী মার্টিন এই দুজনের উপস্থাপনাও ছিল দারুন স্মার্ট।

সুযোগ্য পুত্র হাবিবের অনুষ্ঠানে সেদিন তার গর্বিত জননীও উপস্থিত ছিলেন

শুনেছি আয়োজক একেবারে নতুন এবং এটাই তাদের প্রথম অনুষ্ঠান। আমাদের তা মনে হয়নি। দারুন পরিপাটি এবং পরিকল্পিত চমৎকার একটি অনুষ্ঠান উপহার দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাদের।

কর্ণফুলী রিপোর্ট

জামিল হাসান সুজনের পুর্বের লেখাগুলো পড়তে হলে এখানে টোকা মারুন